এই অতিমারী দূর করবে কে !

অজন্তা সিনহা

গত কয়েক দশক ধরে এদেশের গণমাধ্যমের যাত্রাপথে এক বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়! বিশেষত আমাদের প্রজন্মের কাছে এই পরিবর্তনের ভাবরূপটি একেবারে ধারাবাহিকভাবে প্রকটিত। চোখের সামনে দেখলাম গণমাধ্যমের মুদ্রণ থেকে বৈদ্যুতিন হয়ে ডিজিটালে গমন। স্থূলচোখে দেখলে মনে হতে পারে, এই পরিবর্তন শুধু প্রযুক্তির কল্যাণে ঘটমান। বহিরঙ্গের পরিবর্তন নিঃসন্দেহে প্রযুক্তি-প্রসূত। কিন্তু অন্দর? যা চোখে দেখা যায় না অনেক ক্ষেত্রেই । আদতে গণমাধ্যম বা সংবাদ মাধ্যমের প্রকৃত যে ভূমিকা, প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেখানেই। কর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে মর্ম সংস্কৃতির একটি অন্তর্লীন যোগসূত্র রয়েছে। এই দর্শন সংবাদ মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখানে চাকচিক্যের চালাকিতে সত্য ঢাকা যায় না। আক্ষেপ, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সমাজের প্রতি দায়িত্ব, নিরপেক্ষতার আদর্শ ও খোলা দৃষ্টিভঙ্গি---এই পর্বটিতেই ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। সাম্প্রতিক সময়ে অতিমারীর ভয়াবহ ঘটনাপ্রবাহে সেই পরিবর্তনের রূপটি চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রকট। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা খুব নেতিবাচক চেহারায় ধরা দেয়।

কোভিড ১৯-এর প্রকোপ খবরের শিরোনামে আসার সঙ্গে সঙ্গে, যে অভিযোগটি খুব বেশি মাত্রায় বার বার ওঠে, সংবাদ মাধ্যম খবর সম্প্রচারের থেকেও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বেশি। বিশেষত টিভি চ্যানেলগুলি যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সমাজবিদ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ একাধিকবার বলেছেন আক্রান্ত ও মৃতের পরিমান প্রকাশের ক্ষেত্রে সংখ্যা নয়, শতাংশের হিসেবটা দিলে, মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব কম পড়ে। মানুষ কম আতঙ্কিত হয়। কারণ, এ দেশের জনসংখ্যার বিচারে এই আক্রান্ত-মৃতের শতাংশ অনেকটাই কম। এটা কিন্তু কখনওই তথ্য গোপন করা নয়। এটা একটা গ্রহণযোগ্য কৌশল, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে কঠিন অবস্থাতেও আশাবাদের বাতাবরণটা ধরে রাখে। এটা শুরু থেকে প্রয়োগ করলে মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা হতো না। অর্থাৎ, এটাকে আমরা পরোক্ষে হলেও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে আখ্যা দিতে পারি ! প্রশ্ন হলো, কেন এই প্রবণতা ? এই অনুসন্ধানে যাওয়ার আগে আরও কিছু জরুরি কথা।

ভাইরাসজনিত সংক্রমণ এই প্রথম নয়। এর আগে চিকনগুনিয়া, সার্স বা সোয়াইন ফ্লু দেখেছে লোকে। শুধু ভাইরাস সংক্রমণ কেন, কম নয় কঠিন ও চেনা রোগের মারণ প্রকোপও ।

Society Language and Culture

পরিসংখ্যান বলছে এদেশে প্রতিবছর যক্ষারোগে মারা যান অনেক বেশি মানুষ। একই ভাবে ডায়াবেটিস মহামারীর আকার ধারণ করেছে বহু আগেই। আছে হার্টের অসুখে মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব। সবার ওপরে ক্যানসার তো আছেই। বহু বছর গবেষণা চলার পরও এইডসের প্রতিষেধক আবিস্কার হয়নি। কোভিড ১৯-এর বাড়তি গুরুত্ব হলো, এ এক নতুন চেহারার অতিমারী। নতুন ও পরিবর্তনশীল এর উপসর্গ ও চরিত্র। সেটা ঘিরেই চিকিৎসক মহলেও বেশ কিছু সংশয় রয়েছে। কিন্তু সেই সংশয়ের ছবিটা কি সাধারণের বিপুল হারে জানাটা খুব জরুরি ? এখানেই সংবাদ মাধ্যমের অতি সক্রিয়তার ভূমিকা, যা মোটেই সমালোচনার উর্দ্ধে নয় । ভাইরাসটি কি, কতরকম তার চরিত্রের বদল, কি এর ইতিহাস, পৃথিবীর বুকে এর ধারাবাহিকতার রূপরেখা কি---এই জাতীয় তাত্ত্বিক আলোচনায় চ্যানেলগুলি প্রহর কাটিয়ে দিচ্ছে।

তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন নেই বলছি না। কিন্তু সেটা কাদের জন্য ? এসবের উপভোক্তা কারা? কাদের ভেবে এই আয়োজন ? আর কতখানি সময়ই বা এই আলোচনায় ব্যয় করা হবে ? এইসবের কোনও সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকে কি ? টিভি চ্যানেল কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা নয়। সংবাদপত্র পাঠক আর চ্যানেল উপভোক্তার চরিত্রও এক নয়। মাঝখান থেকে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা ওই বিষয়গুলি চোখের সামনে নাচানাচি করায় 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'র সংখ্যা বেড়েছে দেশ জুড়ে। দেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেকেই কোভিড বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন । সবাই সবাইকে তত্ত্ব ও তথ্য বিতরণ করছেন। সেই তত্ত্বের যৌক্তিকতা, তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের লোক নেই। না জানার থেকে অসমাপ্ত জানা যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা আজকের মানুষের কোভিড রোগীদের প্রতি অমানবিক আচরণ প্রমান করে। আর এর দায় সম্পূর্ণভাবেই বর্তায় গণমাধ্যমের ওপর।

কোভিড ১৯ সংক্রমণ নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম যা জানায়, তাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টাই প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়। তার সঙ্গে স্বাস্থ্যসুরক্ষা জনিত পরিচ্ছন্নতার বিধির কথাও বলা হয়। সামাজিক দূরত্ব বিষয়টা আমাদের যাপন ভাবনার ক্ষেত্রে একটা বিরাট ধাক্কা। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক যা পদক্ষেপ দেশ জুড়ে নেওয়া হয়েছে, সেটা একটা দিক। পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমও নিজেদের মতো করে একটা ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যা খুবই দায়সারা। লকডাউনে পুলিশ লোকজনকে রাস্তায় কান ধরে ওঠবস করাচ্ছে, বাজারে লোকজন মাস্কবিহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্যামেরায় এটা দেখানো খুব সহজ একটি পথ। কিন্তু যারা দিনভর বিচার-বিশ্লেষণের সভা বসাচ্ছে, তারা মানুষের এই আচরণের গভীরে যাবে না ?

Society Language and Culture

কোন আর্থ-সামাজিক অবস্থায়, কোন শিক্ষাস্তরে এদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ জীবন নির্বাহ করে, এদেশের গণমাধ্যম কি সে খবর রাখে না ? কেন মানুষ এই মারণ ভাইরাসকে ভয় না করে, লকডাউনের বিধি ভেঙে পথে নামছে, কারণে হোক বা অকারণে, জনতার সেই মনস্তত্ব বোঝার দায় নেই সংবাদ মাধ্যমের। কই, তাই নিয়ে কোনও গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা তো চোখে পড়ে না!

প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধির কথা, পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে বলার দরকার পড়ছে ! তার মানে সামাজিক ভাবে আমরা সচেতন নই। এর কারণই বা কি ? কোভিড-কালে টিভি চ্যানেলে এই নিয়েও কোনও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা চোখে পড়েনি। পাশাপাশি সরকারি স্বাস্থ্য দফতর বা পৌরসভাগুলির দিক থেকে দায়িত্ব পালনের সদিচ্ছার অভাব এবং অসাধু চক্রের বাড়বাড়ন্তও পরিবেশ-পরিস্থিতি অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠার একটা বড় কারণ ! দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো কতখানি দুর্বল জায়গায় দাঁড়িয়ে, তা আজ প্রমাণিত। সেখানেও কোনও আলোচনা, বক্তব্য নেই। কারণটা খুব পরিষ্কার। গা বাঁচিয়ে চলার নীতি নিয়েই চলছে আজকের অধিকাংশ গণমাধ্যম। বাণিজ্যের সহজ পথ, মানুষকে এমন কিছু গেলাও, যেটা সে বুঝবে কম, খাবে বেশি। গত কয়েক মাস ধরে আর কোনও খবর নেই। আমরা দিনভর কোভিড চর্চায় মেতে আছি। দেশের ভেঙে পড়া অর্থনীতি থেকে সাধারণ মানুষের চোখ ফেরানোর এই প্রশাসনিক কৌশলে পায়ে পা মিলিয়ে চলেছে দেশের অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম। সঙ্গে নিজেদের আখের গোছানো তো আছেই।

গণমাধ্যমে, বিশেষত টিভির পর্দায় কথায় কথায় খ্যাতনামা মানুষজন আসেন। এখানে তাঁদের দিয়ে সহজভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে একটা ধারাবাহিক বার্তা রাখা যায় ! এই নয় যে শুধু 'কোভিড ১৯'-এর জন্য। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা একটা চিরকালীন জীবনাভ্যাসে পরিণত করা দরকার।খ্যাতনামাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা উৎসাহ নিয়েই হয়তো কাজটা করবেন ! সমস্যা হলো, সেখানেও একটি চক্র সক্রিয়। শুধু ভালোর জন্য কেউ আর ভালো উদ্যোগ নেয় না এখন। বিশেষ বিশেষ সংবাদপত্র বা চ্যানেলে কিছু চেনা মুখকেই দেখা যায়। সেখানে কি সমীকরণ কাজ করে জানা নেই। তবে, সমীকরণ যে আছে, সেটা বুঝতে রকেট সায়েন্স পড়ার দরকার পড়ে না।

Society Language and Culture

গণমাধ্যমের একটি বিরাট অংশ জুড়ে আজ সোশ্যাল মিডিয়ার রমরমা । সেখানে নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটা আরও একটু শিথিল। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই কোভিড অধ্যায়কে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি একেবারে মাত্রাছাড়া রূপ ধারণ করেছে। ফেসবুকের দেওয়াল জুড়ে তোলপাড় কোভিড ১৯ সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্য। অতিরঞ্জিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পোস্টে ছয়লাপ ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা জরুরি। রাজনৈতিক মেরুকরণ মেনস্ট্রিম মিডিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সর্বত্র ঘটে গেছে। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও পক্ষে। আর পক্ষ থেকেই পক্ষপাত। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে কোভিড ১৯ এক লোভনীয় ইস্যু হবে, সে আমাদের জানাই ছিল। অযোগ্যতা ও অপদার্থতা ঢাকতে সেই বিষয়টা যে অত্যন্ত কদর্য রূপ নেবে, সেটাও জানা। আমাদের দেখার বিষয়, এই প্রেক্ষিতে গণমাধ্যমের কি ভূমিকা ? জবাবটা খুব সরল ! গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ যে নীতিতে আজ শুধুই লেনদেনের পথে হাঁটে, সেই নীতিতেই তারা পক্ষপাতদুষ্ট হয়। সোশ্যাল মিডিয়া তার বাইরে হাঁটবে, এমনটা ভাবা হাস্যকর। যেটা বিপদজনক, এখানে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ নেই বলেই, যে যা খুশি লিখে ফেলে। মারাত্মক পর্যায়ে কুসংস্কার ছড়ায়। সহমত পোষণ না করলেই আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের ভাষা কি হতে পারে, সেও বোধগম্য। সবার হাতে স্মার্টফোন। সবাই সোশ্যাল মিডিয়ায়। অর্থাৎ এই পর্যায়ে ভুল বার্তার প্রচার ও প্রসারও প্রায় সংক্রমণের আকার ধারণ করেছে।

কোভিড ১৯ ও লকডাউন এবং দেশের অর্থনীতি ! ঠিক কেমন আছে দেশের অধিকাংশ মানুষ ? যারা মাঠে-ঘাটে, কলকারখানায় কাজ করে ! যাদের ওপর দাঁড়িয়ে দেশ ! যারা বেঁকে বসলে আমি-আপনি শুধু নয়, গোটা দেশ অচল হয়ে যাবে ! পরিযায়ী শ্রমিক---একটি নতুন শব্দ ! এটাই এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের অবদান। আর কিছু না হোক, শব্দ নিয়ে খেলাটা এরা জানে। সেটা দোষের নয়। কিন্তু কেন শ্রমজীবী মানুষ পরিযায়ীতে পরিণত হয়, কেন স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও তাদের জীবন যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকে যায়, তা নিয়ে কোনও সংঘবদ্ধ ও ধারাবাহিক আলোচনা আজ অবধি দেখলাম না। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের স্ত্রী-কন্যা ভারতে এলেন, ইংল্যান্ডের রানির নাতি হলো, অমিতাভ বচ্চন কি টুইট করলেন, তাই নিয়ে আমরা পাতার পর পাতা, ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে কাটিয়ে দিতে পারি। কি ভাগ্য, করোনা-কালে, লকডাউন হয়ে খেটে খাওয়া, অভাগা মানুষগুলো দেশের এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত ছুটে বেরিয়ে, রেলে কাটা পড়ে, আত্মহত্যা করে খবরে এলো। তা নাহলে, ওদের জায়গা কতটুকু সংবাদ মাধ্যমে ?

Society Language and Culture

সবশেষে কোভিড ১৯, গণমাধ্যম, ভারতবর্ষ ও সাল ২০২০ ! ঘটা করে মন্দিরের শিল্যান্যাস হয়ে গেল। দেশবাসী একেবারে নিশ্চিন্তে খেয়ে ঘুমোতে যাবে এখন থেকে । রামের মন্দিরের উপস্থাপনায় করোনা দূর হবে, একথা মানছেন অনেক ডিগ্রিধারী মানুষও। সারাদিন ধরে টিভিতে লাইভ শো চলেছে। এর আগে আমরা থালা বাজিয়ে, গোমূত্র খেয়ে করোনা দূরীকরণ প্রক্রিয়া করেছি। বিজ্ঞান চুলোয় যাক, দেশজুড়ে এখন কুসংস্কারের যে রমরমা সেখানে গণমাধ্যম বিপুল পরিমাণে সামিল। তারা প্রত্যেকটি জিনিস ভুল, মিথ্যা, বুজরুকী জেনেও প্রচারে আনছে। টিভি চ্যানেল ভাইরাল ভিডিও দেখিয়ে বলছে, 'আমরা এর সত্যতা যাচাই করিনি' ! সেই ভাইরাল ভিডিও আবার জনতার হাত ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় চক্রবৃদ্ধি হারে ছড়িয়ে পড়ছে। কেউই কোনও দায়িত্ব নিচ্ছে না। মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

কেউ বলতেই পারেন, দেশের প্রধানরা যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কুসংস্কারের পূজারী হয়, তবে গণমাধ্যম কি করবে ? তাদের তো হাত-পা বাঁধা ! না, এতটাও সরল নয় বিষয়গুলো। পুরোটাই ওই লেনদেন প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে একটাই হতাশার উপলব্ধি আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে---গণ মাধ্যম তার মর্যাদা হারিয়েছে । অস্তিত্বরক্ষায় সামান্য সমঝোতা নয়, লক্ষ্যে আছে পুঁজিপতি হয়ে ওঠার অন্তহীন লোভ। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার আদর্শ ও নৈতিকতার সঙ্গে গাঁটছড়া ভেঙে গণমাধ্যম যদি এপথেই চলে, সেটা বড় দুর্দিন ! আজ কোভিড সংক্রমণ, কাল অন্য কিছু ! এর প্রতিষেধক নেই, মিলবে না কখনও। বিষয়টা আসলে অবস্থান সংক্রান্ত। সেই প্রেক্ষিতে গণমাধ্যমের দিকভ্রান্তি ও তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমাজের অতিমারী দূর করবে কে ?!

Society Language and Culture